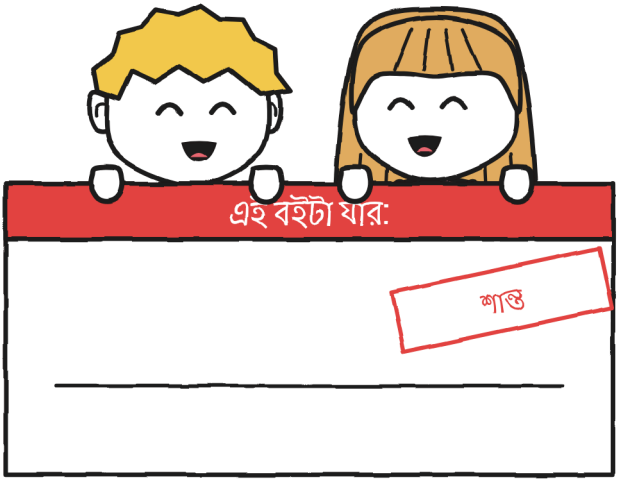



*শান্ত। যতক্ষণ না খুলছ। -হু.*

যদি এটা পেয়ে যাও, ফিরিয়ে দিয়ো। কোনো সারপ্রাইজ নয়: সোজা মালিকের হাতে।




*এই সিলমোহর বোঝায় যা শুধু গল্পে ঘটে: সত্যিকারের ড্রাগন নেই, আর পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের পার্টির জন্য শেষ পাতাটা দেখো। -হু.*

অসম্ভব ডেলিভারি · ৫

# একটা কেক দুজনের

LinguAula




(গুনির খাতা)

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৫

একটা কেক দুজনের

সিরিজের পঞ্চম বই। আগের বইগুলো: “এই পার্সেলটা কামড়ায়”, “মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না”, “ফেরত, দয়া করে” আর “এখানে নয়, টুকরো!”।

লেখা ও ছবি: LinguAula

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

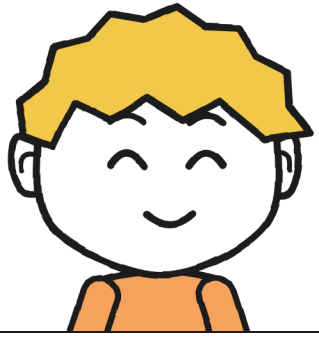
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

ফন্ট: Andika, Patrick Hand, Caveat, Courier Prime, Atma, Galada ও Hind Siliguri (SIL OFL লাইসেন্স)।

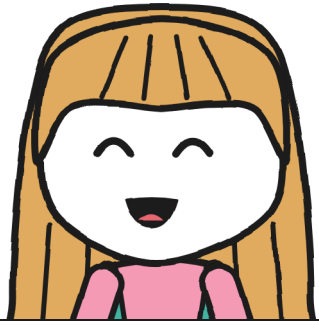
linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

*এই বই লেখার সময় একটা কেকও চোট পায়নি। দুই টুকরো হয়েছে, ঠিকই। –হু.*

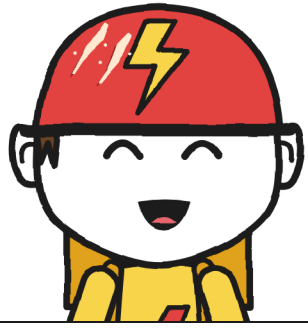
# কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। এই খাতাটা ওর। শান্ত বিকেল ওর পছন্দ।



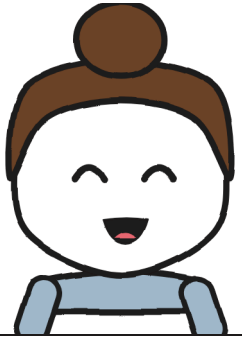
হুলিতা। সবুজ কালিতে লেখে আর "হু." নামে সই করে। গানবাজনার পার্টি ওর পছন্দ। আর সারপ্রাইজও।



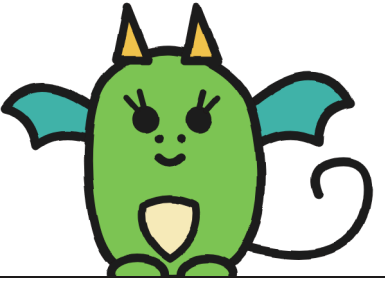
তোনিও। বিজলির হয়ে ডেলিভারি দেয়, দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে। যা ও ডেলিভারি দেয় না, তা হলো ধাপ্পা।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



এলিয়া। পাড়ার বেকারির মালকিন। ওঁর আছে একটা ওভেন আর দুটো হাত।



টুকরো। ড্রাগনের ছানা। ভেরার সঙ্গে থাকে। মোমবাতি ওর খুব পছন্দ। বড্ড বেশি।




৫ নম্বর পার্সেল। বাইরে থেকে সবগুলোর মতোই। লেবেলে লেখা: যেখানে এঁটে যায়, সেখানে বসান।




র. পাঠান সেই পার্সেলগুলো, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারে না। ওঁর নাম কেউ বলে না।



অধ্যায় ১

# দুটো নিমন্ত্রণ

৪ নম্বর খাতাটা শেষ হয়েছে একটা ঘুমন্ত চটি দিয়ে, আর খাতা শেষ করার এর চেয়ে ভালো উপায় আমার মাথায় আসে না। ৫ নম্বরটা গোলাপি। স্ট্রবেরি-গোলাপি, কেকের আইসিংয়ের মতো, এক কোণে দোকানের সিলমোহর। মারা শনিবার সকালে ওটা কাউন্টারে রেখে গেলেন, একটা কথাও না বলে, তারপর কালির বয়ামগুলো সাজাতে লেগে গেলেন, যতটা মনোযোগ ওগুলোর দরকার ছিল না, তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে। এটাই ওঁর না-তাকানোর উপায়।

প্রথম পাতার জন্য আমি সারা সপ্তাহ ধরে শব্দ বাছছিলাম। ২ নম্বরে লিখেছিলাম অফিশিয়াল, ৩ নম্বরে গোপন, ৪ নম্বরে চূড়ান্ত। তালাওয়ালা শব্দের ওপর আমার বোধহয় দুর্বলতা আছে। এবার আর খুঁজতে হলো না: শব্দটা নিজেই এল, যেমন আসে সেই জিনিস, যা মানুষ কয়েকদিন ধরে চেয়েছে অথচ টের পায়নি।

ওপরে লিখলাম ডেলিভারির খাতা ৫ · গুনির, যেটা লেখারই কথা। তার নিচে, আস্তে আস্তে, সদ্য-কাটা পেনসিল দিয়ে, একটাই শব্দ:

শান্ত।

কোনো বিস্ময়চিহ্ন নেই। একটা শান্ত বিস্ময়চিহ্ন হতো স্ববিরোধ, আর স্ববিরোধের সঙ্গে আমি সাবধানে চলি।

হুলিতা কাউন্টারের ওপাশে ঝুঁকে ছিল, মাথা কাত করে, যেন রেডিও শোনা একটা টিয়া। ও খাতাটা চাইল না। চাইতে হলো না: ও উল্টো করে পড়ে সোজা করে পড়ার মতোই দ্রুত, আর বেশ খানিকটা বেশি বেহায়াভাবে।

“শান্ত,” ও বলল, শব্দটাকে, আমাকে নয়।

ও সবুজ মার্কারটা বের করল, যেটা তখনই আবছা লিখছিল, এক আঙুলে খাতাটা নিজের দিকে টেনে নিল আর নিচে রেখে গেল:

*যে “শান্ত” লেখে, সে জানে না তার কপালে কী আছে। -হু.*

আমি তিনবার পড়লাম, কোথায় ও ভুল করেছে খুঁজতে। পেলাম না, আর এতে আমার যতটা দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত ছিল, ততটা হলো না।

যে আগের খাতাগুলো না পড়েই এই খাতায় এসেছে, তার জন্য: দোকানটার নাম অসম্ভব ডেলিভারি, মালকিন মারা, যিনি জাদুকরী, মাথায় বেগুনি টুপি, আর যাঁর একটা সিলমোহর আছে, ছাপ দিলেই নেভানো মোমবাতির গন্ধওয়ালা ফুলকি ছিটকে ওঠে। বাঁ দিকের তাকে উনি ফেরত পার্সেল রাখেন, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি, সবগুলো পাঠিয়েছেন র.। যে নেয়, সে যদি লেবেলে মোছে না এমন কালিতে সই না করে, ভোর হলে পার্সেলটা উড়ে নিজের তাকে ফিরে আসে। ছিল কুড়িটা। হুলিতা আর আমি চারটে পৌঁছে দিয়েছি: একটা ড্রাগনের ডিম, পায়ওয়ালা কিছু বীজ, একটা ঘণ্টি আর একটা পৌঁছানোর যন্ত্র। দেয়ালে, সবুজ অক্ষরে, লেখা বাকি ১৬।

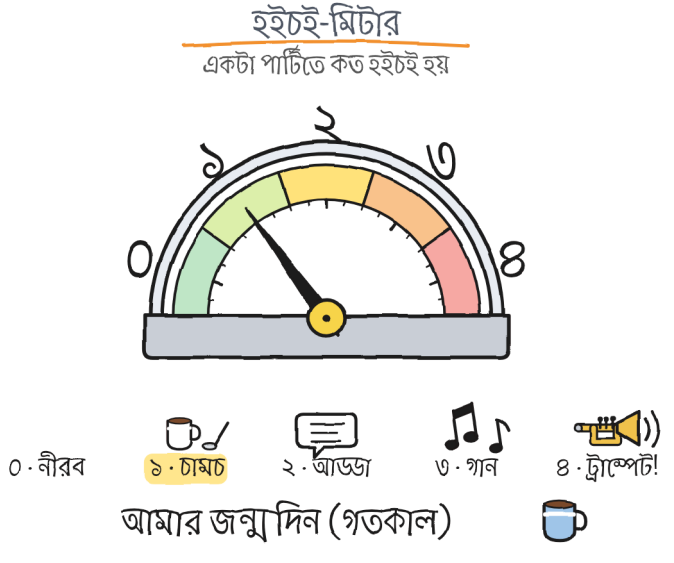
গতকাল, শুক্রবার ১৬ তারিখ, আমার জন্মদিন ছিল। আমি মায়ের সঙ্গে বাড়িতে করেছি: লেবুর কেক, দুটো কাপ, আর কেউ গান গায়নি। একদম নিখুঁত হয়েছিল।

গান না-গাওয়াটার একটা ব্যাখ্যা দরকার, কারণ আমাদের বাড়িতে ওটা ভুলে যাওয়া নয়, একটা চুক্তি। মা আগের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হাতে রুটি কাটার ছুরি নিয়ে: “গাইব, না গাইব না?” আমি বলেছিলাম না। মা মাথা নাড়ল, যেন কেউ সই করছে, আর কথা রাখল। কেকটা চার ভাগে কাটল, সমান সমান, দুটো তখনকার জন্য আর দুটো পরের জন্য, আর অনেকক্ষণ শোনা যাচ্ছিল শুধু একটা চামচের টুংটাং

কাপে, ফ্রিজ, আর অনেক দূরে একটা বাস। সেই বিকেলের সবচেয়ে ভালো ছিল যে বাসটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

ভুলিতার উপহারের কথা পরে বলব। ওটা নিজের জায়গা পাওয়ার যোগ্য।

জন্মদিনটা ঠিকমতো টুকে রাখার জন্য ওই রাতে আমি একটা যন্ত্র বানালাম। আমার কেরিয়ারের চতুর্থ: কাঁপুনি-মিটার, লাল-মিটার আর এখানে-মিটারের পরে। একটা গোল ডায়াল, ঘড়ির মতো কাঁটা-সমেত, আর পাঁচটা দাগ। শূন্য, নীরব। এক, চামচ। দুই, আড্ডা। তিন, গান। চার, ট্রাম্পেট। নাম দিলাম হইচই-মিটার, "একটা পার্টিতে কত হইচই হয়", কাঁটাটা রাখলাম ১-এ, আর নিচে আঁকলাম একটা ছোট কাপ, ওটা ছিল আমার।




ভুলিতা অনুমতি না নিয়েই পাতা উল্টাল, ডায়ালটা দেখল, কাপটা দেখল, আর আবছা মার্কারে লিখল:

*হুইচই ১-এর জন্মদিন জন্মদিনই নয়। ওটা বিকেলের জলখাবার। -হু.*



ও মার্কারের ঢাকনা আটকাল, কাউন্টারে কনুই রাখল আর বলল, যেন সভার আলোচ্যসূচি পড়ছে:

"বুধবার ২১ তারিখ আমারটা। আর আমরা কথা দিয়েছিলাম একসঙ্গে করব।"

"২১-এর পরে," আমি বললাম।

"শনিবার ২৪। পাঁচটায়।"

"পাঁচটায়।"

দুজনেই টুকে নিলাম। আমি পেনসিলে, গোলাপি খাতায়; ও সবুজে, ওর ছোট নোটবইয়ে, যেটা ও পুরো হাত দিয়ে ঢেকে রাখল, যেভাবে পরীক্ষার খাতা ঢাকা হয়। আমি আমারটা কনুই দিয়ে ঢাকলাম। পেছনে মারা একটা কাগজে ছাপ দিলেন আর ফুলকি ছিটকে উঠল নেভানো মোমবাতির গন্ধ নিয়ে, আর দুজনের কেউ মাথা তুলল না, অথচ ফুলকির গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম কাউন্টারের দুই প্রান্তে, পাশ ফিরে, প্রায় পিঠ দিয়ে, দুজন মানুষ একই তারিখ লিখছে যেন প্রত্যেকে তার মালিক।

কেউ আর কিছু বলল না। এখন আমার অদ্ভুত লাগে: দুজন মানুষ এইমাত্র একমত হলো, আর যা লিখছে তা ঢাকছে। তখন আমার মনে হয়েছিল কনুই নিজের জায়গায় থাকলে লেখা ভালো হয়।

আমি আগেই জানতাম পার্টিটা কেমন হবে। হুলিতাও।

আমি যা জানতাম, তা এই।

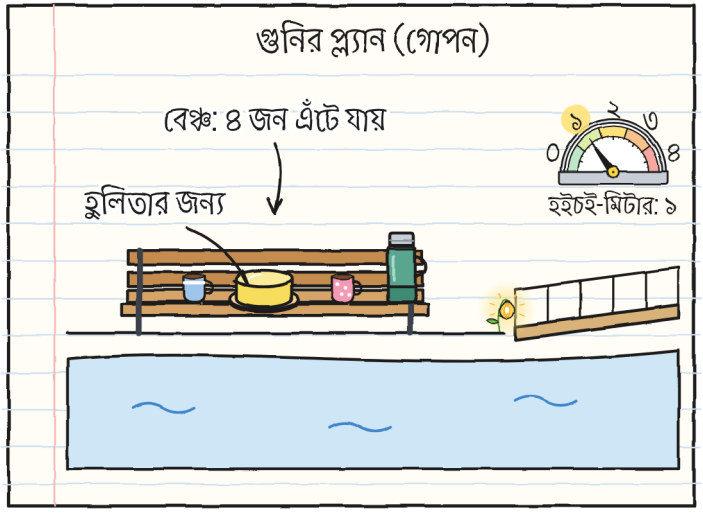
হুলিতার একটা শান্ত বিকেল দরকার। ও সবসময় ছুটছে, সময় মাপছে আর প্রশ্ন করছে, আর যখন শেষে স্থির হয় তখন টের পাওয়া যায় ওর পায়ে, যেটা তখনও অন্য কোথাও যাচ্ছে। সাঁকোর বেঞ্চে একটা জলখাবার, খালের ধারে, হুইচই ছাড়া, একটা

ফ্লাস্ক আর একটা ছোট কেক নিয়ে, ওর ভালোই লাগবে। আমি ওই বেঞ্চটা চিনি। ওর একটা তক্তা ঢিলে, কোণে বসলে দোলে, আর পাড়ার মধ্যে ওটাই একমাত্র জায়গা যেখান থেকে কোনো দোকান দেখা যায় না। আমি ওখানে যাই যখন চাই কিছু না ঘটুক।

ওটা হতো সারপ্রাইজ। ওকে কিছু বানাতে হতো না। শুধু আসতে হতো। আমার মনে হয়েছিল এর চেয়ে ভালো উপহার হয় না: যেটা খাটুনি দেয় না।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করতেই পারতাম। ভেবেওছিলাম, কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে, শূন্যে পেনসিল নিয়ে: "হুলিতা, তাড়াহুড়ো ছাড়া একটা বিকেল তোমার কেমন লাগবে?" কিন্তু প্রশ্নের উত্তর থাকে, আর উত্তরটা না-ও হতে পারে। নকশা উত্তর দেয় না: ও কাগজে চুপ করে বসে থাকে, অপেক্ষা করে, যেটা আমার আঁকা প্রায় সবকিছুই সবচেয়ে ভালো পারে।

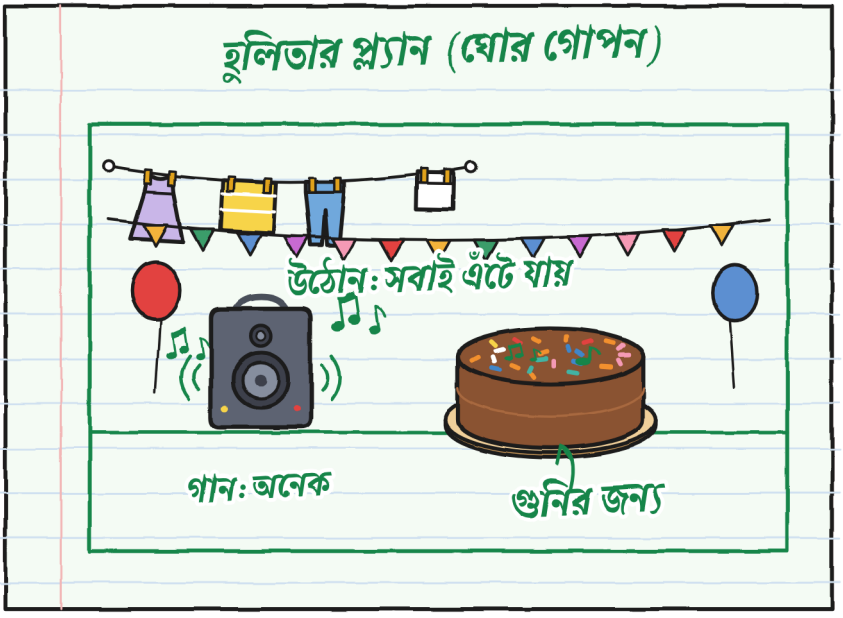
নকশাটা আমি সেই সকালেই আঁকলাম, পরের পাতায়: বেঞ্চ, সাঁকোর গোড়ায় রাস্তার ছোট বাতি, একটা কেক, দুটো কাপ আর ফ্লাস্ক। দোকানে আসার পথে আমি বেঞ্চটা মেপে এসেছিলাম। চারজন এঁটে যায়। ওপরে লিখলাম গুনির প্ল্যান (গোপন), যদি কারও সন্দেহ থেকে থাকে গোপনটা কার।



হুলিতারটা আমি জানলাম পরের শুক্রবার। এর পরের পাতাটা আমি লিখিনি: ও লিখেছিল, পরে, আমার খাতায়, আর আমি ওটা ওর রাখা জায়গাতেই রেখে দিয়েছি, ঠিক আমারটার পাশে। ওটার ওখানেই থাকা উচিত।

*আমি যা জানতাম, তা এই: গুনির একটা সত্যিকারের পার্টি দরকার, গানবাজনা সমেত, যদিও ও নিজে জানে না। ওকে জিজ্ঞেস করলে ও না বলবে। তাই ওকে জিজ্ঞেস করি না। -হু.*

ছোট পতাকাগুলো ও এক এক করে এঁকেছিল, এমন ধৈর্য নিয়ে যা আমি ওর মধ্যে দেখিনি।






দুপুরে তোনিও একটা ডেলিভারি সেরে ফিরল। সাইকেল দরজায় রাখল, হেলমেট না খুলেই ঢুকল আর নিজের বাক্সে বসল, যেখানে ও বসে "আপাতত"। আমি সকাল

থেকে চারটে নীল খাম নিয়ে বসে ছিলাম, পেনসিলে লেখা, আমার সবচেয়ে ভালো হাতের লেখায়, আর হাতের কিনারা ঠেকিয়ে যাতে কালি না লাগে, আর হুলিতা পেছনে ফিতের একটা ড্রয়ার ঘাঁটছিল। আমি হিসেব করলাম, আমার হাতে দশ সেকেন্ড।

"নাও।" আমি ওকে চারটে খাম দিলাম। "একটা তোমার। বাকিগুলো মারা, ভেরা আর ফ্লোরার। এটা হুলিতার জন্য সারপ্রাইজ। ওকে বোলো না।"

"সারপ্রাইজ আমি গোপন রাখি," তোনিও বলল।

ও বলল সেই গলায়, যে গলায় "বুঝেছি" বলে। খামগুলো না দেখেই ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল, আর আমি ভাবলাম: কী ভাগ্য, একজন ডেলিভারি-বয় যে যা বিলি করে তা পড়ে না।

এর পর কী হলো, সেটা তোনিও আমাকে শুক্রবার বলেছিল, সময় সমেত, কারণ বিজলিতে সময়ই গল্পের অর্ধেক। আমি তখন খেতে চলে গেছি, হুলিতা এসে ওর বাক্সের কাছে দাঁড়াল, হাতে রবার-ব্যান্ডে বাঁধা এক গোছা সবুজ খাম। নয়টা। তোনিও দুবার গুনল।

"একটা তোমার। বাকিগুলো মারা, ভেরা, ফ্লোরা, এলিয়া, দন আন্তনিও, জোয়ে, ব্রুনো আর জুতোর দোকানের মালকিনের। এটা গুনির জন্য সারপ্রাইজ। ওকে বোলো না।"

"সারপ্রাইজ আমি গোপন রাখি।"

একই কথা, একই মুখ। বোধহয় এটাই ডেলিভারি-বয় আর মিথ্যুকের তফাত: ডেলিভারি-বয় কে জিজ্ঞেস করছে তার ওপর নির্ভর করে বার্তা বদলায় না। তবে এবার ও নিজের দুটোই খুলল, নীল আর সবুজ, একটার পর একটা, যেভাবে চালান মেলানো হয়। দুটোতে একই কথা: শনিবার ২৪, পাঁচটায়। সময়ের পরে আসত জায়গা, আর সেখানে প্রত্যেকটা নিজের কথা বলছিল।

ও আমাকে বলল বিশেষণ ছাড়া। এটাই ওর ভদ্রতার ধরন।

বিকেলে আমি এলিয়ার বেকারিতে গেলাম একটা কেক অর্ডার করতে। গন্ধ ছিল গরম পাঁউরুটির খোসার আর মিষ্টি কিছুর, যার নাম আমি বলতে পারলাম না। ঢুকতেই, দরজার ঘণ্টিটা তখনও দুলছে, শুনলাম রান্নাঘরের দরজা বন্ধ হলো, পেছনে: একটা শুকনো শব্দ, যেটা কোমর দিয়ে ধাক্কা দিলে হয়। মনে হলো সবুজ ডাঙ্গারির একটা টুকরো দেখলাম।

ভাবলাম অন্য কোনো ডাঙ্গারি হবে। সবুজ ডাঙ্গারি অনেক আছে; রংটা কাজের।

***ওটা আমারটাই ছিল। এলিয়া আমাকে রান্নাঘরের পথ দিয়ে বের করে নিয়ে গেলেন। -হু.***

"লেবুর একটা ছোট কেক," আমি এলিয়াকে বললাম। "ওপরে কিছু না। শনিবার ২৪ তারিখ, পাঁচটায়, সাঁকোর বেঞ্চে। এটা হুলিতার জন্য সারপ্রাইজ।"

একই দিনে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কথাটা বললাম, আর এর মধ্যেই ওটা স্লোগানের মতো শোনাচ্ছিল।

এলিয়া ওটা একটা কাগজে লিখলেন ওঁর গোল হাতের লেখায় আর অর্ডারের কর্কবোর্ডে একটা পিন দিয়ে আটকালেন। সেখানে আগে থেকেই আরেকটা কাগজ ছিল, উল্টো করে রাখা।

"শনিবার ২৪, পাঁচটায়? ওই সময়ে আমার আরেকটা কেক আছে। অন্য জায়গার জন্য।"

"কার?"

"গোপন কথা। তোমারটার মতো।"

আমি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঠলাম, যেটা আমি করি যখন এমন কিছু দেখতে চাই যা আমার দেখার কথা নয়, আর যা কখনও কাজে লাগেনি। ভাবলাম অন্য কারও হবে। অক্টোবরে অনেকের জন্মদিন। কথাটা আমি আস্তে ভাবলাম, শুনতে কেমন লাগে দেখার জন্য, আর ভালোই লাগল: মাসে একত্রিশ দিন, আর পাড়া বড়।

“তোমার গোপন কথা আমি রাখব,” এলিয়া বললেন, অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে। “আর ওটার গোপন কথাও। তবে আমার একটা ওভেন আর দুটো হাত। শনিবার পাঁচটায় দুটো হাতই একটা জায়গায় যাবে।”

“আর অন্য কেকটা?”

“সেটা ঠিক করবে তোমরা, যারা অর্ডার করেছ। আমি কেক বানাই। পার্টি, না।”

আমি টুকে রাখলাম: “এলিয়া: একটা ওভেন, দুটো হাত, একটা জায়গা।” সংখ্যাগুলো আমি পুরোপুরি বুঝলাম। “তোমরা” কথাটা ছেড়ে দিলাম, যেভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় এমন বাস, যা তোমার পাড়ায় যায় না।

*আমাকে উনি পরের দিন বলেছিলেন। আমিও “তোমরা” বুঝিনি। -হু.*



আমি যখন দোকানে ফিরলাম, তোনিও ব্যাগ খালি করে কাউন্টারের ওপর সব রাখছিল, আর খামগুলো রং অনুযায়ী সাজাচ্ছিল: সবুজ এক পাশে, নীল অন্য পাশে, যে যত্নে মানুষ সাজায় যা সে বিলি করবে। শেষ করে ও আবার গুনল। তারপর আরও একবার।

“গুনি, তুমি কি হুলিতার সঙ্গে পার্টির কথা বলেছ?”

“না। এটা সারপ্রাইজ।”

“ও,” তোনিও বলল। “বিজলিতে দুটো ঠিকানাওয়ালা পার্সেল দোকান থেকে বেরোয় না।”

“কোন দুটো ঠিকানা?”

“সেটা আমি তোমাকে বলতে পারব না। আমাকে বারণ করা হয়েছে।”

বিজলির সব কিছুর নিয়ম আছে, আর তোনিও যতবার একটা বলে, আমি মেনে নিই, যদিও আমার কাছে সেটা নতুন। এটা নতুন ছিল। আমি ওটা না বুঝেই লিখে

রাখলাম, প্‌ল্‌যানের পাতার কোণে, যেখানে এঁটে যায় সেই জিনিসগুলো, যেগুলো কোথাও মেলে না।

তোনিও প্‌রতি রঙের একটা করে নিমন্‌ত্‌রণ ব্‌যাগের পকেটে রেখে দিল।

“এই দুটো আমার,” ও বলল। “বাকিগুলো সোমবার।”

তখন মারা, যিনি সব তাকে পৌঁছে যান টুল ছাড়াই শুধু হুকুমের জোরে, এবার নীল টুলটায় উঠতে বাধ্‌য হলেন, ওপরের তাক থেকে দু-হাতে ৫ নম্‌বর বাক্সটা নামাতে: তাকের আর সব বাক্সের মতোই, বড়ও নয়, ছোটও নয়। ভেতরে কাঠের কিছু একটা ক্র্‌যাক করে উঠল। তাকে একটা পরিষ্কার চৌকো জায়গা রইল, আগের মাপেরই, যেটা চারটে ফাঁকের সঙ্গে যোগ হলো; দেয়ালের লেখা তখনও বলছিল বাকি ১৬।

“এলিয়া পাঁচটায় আসছেন,” মারা বললেন। “অবশেষে।”

***একটা পকেটে দুটো খাম। কেউ জানত না অন্যটার কথা। খামগুলোর কথা বলছি। -হু.***

# একটা গল্প, ছয় সাইজ

এই বইটা ছয়টা সাইজে আছে, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ২০টিরও বেশি ভাষায়। XXS, XS, S, M আর L একই ছবি নিয়ে পাতায় পাতায় গল্পটা বলে, প্রতিবার আরও একটু সূক্ষ্মতা নিয়ে; XL হলো উপন্যাস: একই গল্প, যেখানে গুনি যা ভাবে অথচ বলে না, তার সবকিছুর জন্য জায়গা আছে।

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক: XXS, pre-A1 · XS, A1 · S, A2 · M, B1 · L, B2 · XL, B2–C1।

***যে যার সাইজে। একই কেক। –হু.***

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো (L সাইজের অ্যাক্টিভিটিসহ)